দৈনিক খবর

তারিখ 18 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বাউফল ছালেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ঃ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বাউফল (পটুয়াখালী), ১৭ই ডিসেম্বর (নিখিল চাটার্জী প্রেরিত)।– বাউফল ছালেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আ ঃ গনি মাদ্রাসা ফান্ডের লক্ষাধিক টাকা হজম করে ফেলেছেন। আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির অডিট প্রতিবেদন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করা হলেও এ পর্যন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিট সূত্রে জানা গেছে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানা সদরে অবস্থিত বাউফল ছালেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত এ ৩টি আর্থিক বছরে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আঃ গনি বিভিন্ন অযৌক্তিক ও কাল্পনিক ভাউচারের মাধ্যমে মাদ্রাসা ফান্ডের লক্ষাধিক টাকা উদরস্থ করেছেন। যে সমস্ত ভাউচারের মাধ্যমে ক্যাশ বইতে টাকার খরচ দেখানো হয়েছে তন্মধ্যে ৯০% ভাগ ভাউচারই গভর্নিংবডি এটা অধ্যক্ষ–এর কোন অনুমোদন নেই। প্রায় ভাউচারেই অধ্যক্ষের সীল মোহরযুক্ত স্বাক্ষর থাকায় ইহা সহজেই অনুমেয় যে সকল ভাউচার সম্পর্কেই অধ্যক্ষ সাহেব যথেষ্ট ওয়াকেফহাল। মাদ্রাসার আয়–ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য এ সমস্ত আর্থিক বছরে কোন বাজেট প্রণয়ন করা হয়নি। মাদ্রাসার আয়–ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করার গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত থাকলেও অধ্যক্ষ সাহেব তার ধার ধারেননি। কোন ভাউচারে লেন–দেনের পরিমাণ ১০০ টাকার উর্ধ্বে হলেই সেখানে দুই টাকার রাজস্ব টিকিট লাগানোর নিয়ম থাকলেও অধ্যক্ষ সাহেব সে টাকা দুটোও নিজের পকেটস্থ করতে দ্বিধা করেননি। অনেক ভাউচারেই প্রকৃত প্রাপকের স্থলে একই মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের স্বাক্ষর নিয়ে তিনি দুর্নীতির আখড়া খুলে বসেছেন। ৫০০০ হাজার টাকার উর্ধ্বের কোন কাজের জন্য টেন্ডার আহবান বা প্রজেক্ট কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও অধ্যক্ষ সাহেব নিজের একক ক্ষমতায় সেগুলো সেরে ফেলেছেন। সাধারণ

৫–এর পাতায় দেখুন

বাউফল ছালেহিয়া

৬ এর পাতার পর

ছাত্রদের নিকট থেকে আদায়কৃত নগদ টাকা তিনি ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজের তহবিলেই ছহি ছালামতে রেখেছেন বলে

মাদ্রাসার নামে প্রতি বছরই বিপুল পরিমাণ অর্থ চাঁদা বা অনুদান হিসেবে আদায় করা হয়। কিন্তু এর সঠিক হিসাব না থাকার কারণে কি পরিমাণ অর্থ অধ্যক্ষ সাহেব বেহাত করেছেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব। এ সমস্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্বলিত ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী অডিট রিপোর্ট গত ১৩ মাস পূর্বে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দাখিল করা হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। অবশ্য পদক্ষেপ গ্রহণের শৈথিল্যের কারণ জানা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ মাওলানা আঃ গনি স্থানীয় একজন জামায়াত নেতা এবং গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি উক্ত পার্টির পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।